NOV. 30 2001

দৈনিক সংবাদ

পৃ. ৪ কলাম ১

এসএসসির ফরম পূরণে বেশি ফি আদায়

এখন সারাদেশের স্কুলগুলোতে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করা হচ্ছে। ফরম পূরণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফি নেয়ার কথা; কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সরকারি বেসরকারি সব স্কুলেই বোর্ড নির্ধারিত ফি-এর চেয়ে অনেক বেশি অর্থ নেয়া হচ্ছে ফরম পূরণের সময়। বোর্ডের নিয়মে ফরম পূরণের সময় প্রতি বিষয়ে ৩৫ টাকা হারে চতুর্থ বিষয়সহ ১১টি বিষয়ের জন্য ৩শ ৮৫ টাকা, ব্যবহারিক ফি বিষয় প্রতি ২০ টাকা, মূল্যায়ন ফি ৩০ টাকা, স্কাউট ফি ১০ টাকা, শিক্ষা সপ্তাহ ফি ৫ টাকা এবং কেন্দ্র ফি ১শ টাকা নেয়ার কথা। এই হিসেবে কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সর্বমোট ফি দাঁড়ায় ৫শ ২৫ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগের ৬শ ৫ টাকা। সরকারি হাইস্কুলগুলোতে এই ফির সাথে সেশন চার্জ, টিউশন ফি ও অন্যান্য ফিসহ প্রায় ১ হাজার টাকা ফি নেয়া হয়। রাজধানীর বেসরকারি স্কুলগুলোতে দেড় হাজার টাকা থেকে ২ হাজার ৮শ ৬০ টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে এককালীন কোচিং ফির অংশই সবচেয়ে বেশি। আরো রয়েছে সেশন চার্জ, এককালীন টিউশন ফি প্রভৃতি। কোন কোন স্কুলে ফরম পূরণের সময় ৫ হাজার টাকা নেয়া হয় বলেও জানা গেছে। অনেক স্কুলে উন্নয়ন কাজ, কল্যাণ তহবিল প্রভৃতি খাত দেখিয়ে ফরম পূরণের সাথে অতিরিক্ত অর্থ নেয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। শুধু রাজধানীরই নয়, ঢাকার বাইরেও বেসরকারি স্কুলগুলোতে ফরম পূরণের নির্ধারিত ফির সঙ্গে উচ্চহারে টাকা আদায় চলছে। এমনি অভিযোগ পাওয়া গেছে মানিকগঞ্জ জেলার উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। বলা যায়, সারাদেশেই এরকম অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রতিযোগিতা চলছে।

এসএসসি পরীক্ষার ফি ছাড়া যে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ড জানে না তা নয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে পত্রিকায় রিপোর্ট করা হয়েছে যে, বেসরকারি স্কুলের ফি নেয়ার ক্ষেত্রে বোর্ডের কোন নীতিমালা নেই। বোর্ড সাধারণত এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপও করে না। ফলে ফ্রি-স্টাইলে অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে ফরম পূরণের সময় এবং এর চাপ পড়ে অভিভাবকদের ওপর।

যে সব খাত দেখিয়ে এই অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে তার কতটা সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় হচ্ছে অথবা আদৌ ব্যয় করা হচ্ছে কি না সেটাও দেখার কেউ নেই। আমরা বলি না যে টিউশন ফি বা কোচিং ফি অথবা স্কুলের উন্নয়নমূলক কাজের তহবিলে টাকা নেয়া উচিত নয়; কিন্তু এর একটি নীতিমালা থাকতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট হারও থাকতে হবে। যার যেমন ইচ্ছা হলো তেমন অর্থ আদায়ের যে কায়কারবার চলছে সেটা কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডগুলোর নীতিমালা নেই কেন সেটাই আমাদের প্রশ্ন। অবশ্যই শিক্ষা বোর্ডগুলোর একটি নীতিমালা থাকতে হবে পরীক্ষা ফি-এর বাইরে কোন্ কোন্ খাতে অর্থ আদায় করা যাবে সে ব্যাপারে। এলাকাভেদে এবং স্কুলগুলোর ক্যাটাগরি করে ক্যাটাগরি ভেদে এ সব ফি-এর একটি হারও নির্ধারণ করে দিতে হবে শিক্ষা বোর্ডকে। সর্বোপরি আদায়কৃত অর্থ যেন সংশ্লিষ্ট খাতেই ব্যয় করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ সেটাও বোর্ডের নজরে থাকতে হবে।

এ প্রক্রিয়ায় এসএসসি ফরম পূরণের সময় অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ঘটনাটিকে একটি নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব। তাহলে অভিভাবকদেরকে এই সময় অস্বাভাবিক অর্থ চাপের মধ্যে পড়তে হবে না।